সংবাদ

তারিখ ...18/2/85
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ...

015

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যবইয়ের সংকট

শিক্ষা বছরের দেড়মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দেশের বহু এলাকায় এখন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছেনি। টাঙ্গাইল থেকে পাঠানো খবরে উল্লেখিত হয়েছে যে, সেখানের জেলা শিক্ষা দফতর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু বই পেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কোন বই এখনো পায়নি। এরপরে গ্রাম এলাকায় এ বই যে কবে পৌঁছবে তা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। একই ধরনের খবর এসেছে কিশোরগঞ্জ, ভেড়ামারা, দাউদকান্দি আরো অনেক এলাকা থেকে। পরিস্থিতি যে এমন দাঁড়াবে সেটা আগেই আশংকা করা হয়েছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সব বই সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে, পঞ্চম শ্রেণীর বই বিক্রি হয় অর্ধেক দামে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনবারই সময়মত এই বই সরবরাহ করা যায়নি।

কাগজের সংকট, পাণ্ডুলিপি সরবরাহে দেরী ইত্যাদি কারণে প্রতি বছরই বই ছাপতে হয়েছে বিলম্বে। সরবরাহের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা এ সমস্যাকে করে তুলেছে জটিলতর। এবারেও দেখা গেছে একই ধরনের সমস্যা, কাগজের অভাব। বিনামূল্যের এ বই ছাপার জন্যে কাগজ সরবরাহ করে থাকে ইউনেস্কো। আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে কিনে এ কাগজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এবারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাগজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিসিআইসি। এর ফলে যে কেবল মূল্যবান সময়ই নষ্ট হয়েছে তা-ই নয়, টাকার দিক থেকেও যথেষ্ট লোকসান দিতে হয়েছে। গতবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছতে অনেক ক্ষেত্রে এপ্রিল মাস লেগে গিয়েছিল। এবারেও সেই একই অবস্থা। একই ধরনের কারণে হওয়াটাকে কি শুধু দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যায়িত করাই যথেষ্ট হতে পারে? জেলা শিক্ষা দফতরে যে বই সবেমাত্র পৌঁছলো গ্রামের স্কুলগুলোতে তা পৌঁছতে এক মাসের কম সময় লাগার কথা নয়। অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশী সময় লেগে যেতে পারে। যে সব বই সেই স্তরে এখনো পৌঁছেনি সে সম্পর্কে বলার আর কি থাকছে?

লেখাপড়ার অবস্থাটা যে এর মধ্যে কি দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায়। বই ছাড়া পড়াশুনার তো কোন প্রশ্নই আসতে পারেনা; শুধু স্কুলে আসা-যাওয়া। প্রাথমিক স্তরে এটা বিশেষ করে সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয় এই জন্যে যে, এ পরিস্থিতিতে আগ্রহ হারিয়ে শিশুদের স্কুল ছেড়ে দেয়ার আশংকা বেশী থাকে। বাস্তবে সেটাই হচ্ছে। গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে এবারে পরিস্থিতির উন্নতি হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু উন্নতির এটা কোন্ নমুনা? অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সময়মত প্রস্তুতি নেয়া থাকলে এ সংকট কাটানো কি যেতো না? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে কতটা গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন সেটাই বড় প্রশ্ন। অব্যবস্থার কারণে একটা ভাল উদ্যোগের ব্যর্থতার এ নজির কখনো শুভ হতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে কথাটা অনেক বেশী প্রযোজ্য। ভবিষ্যতের জন্যে সতর্কতা রেখে সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নয়নের মধ্যদিয়ে এখন দেরী যতটা সম্ভব কম হয় সেদিকে নজর দিতে বলি।